26

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 17 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

সরকার ১৯৯৪ সন হইতে নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে প্রশাসনিক ৪৬০ থানায় সরকারী ৩টি প্রকল্প ও ১টি বেসরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় ভিত্তিক ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানসহ একাডেমিক ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করিতেছেন। প্রকল্পগুলিতে প্রায় ৬০০ কর্মকর্তা ও ২০০০-এর মত কর্মচারী শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা, সরকারীভাবে প্রাপ্ত নায়েব, বিয়াম-এর প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান নিয়া নিরলসভাবে উপবৃত্তি প্রদানের কার্যক্রমের পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমীক কাজ, উন্নয়নমূলক কাজ, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, থানা পর্যায়ে বিভিন্ন তদন্ত, রিলিফ বন্টনে তদারকী জাতীয় নির্বাচন কাজে সহযোগিতাসহ অন্যান্য সরকারী প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পন্ন করিতেছেন। কিন্তু প্রকল্পের পি,পি অনুসারে চলতি সনের ৩১শে ডিসেম্বর মাসে অধিকাংশ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে। বর্তমানে কর্মরত অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সরকারী চাকুরীর বয়সসীমা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং অনেকের বয়স ৩৫ হইতে ৩৮-এ উন্নীত হইয়াছে। ৩১শে ডিসেম্বর প্রকল্পের মেয়াদান্তে প্রকল্পে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর হঠাৎ করিয়া চাকুরী শেষ হইয়া গেলে তাহারা স্ব-স্ব পরিবার-পরিজন নিয়া চরম বিপদের সম্মুখীন হইবেন। অন্যদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত একাডেমীক সুপারভিশন, বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে। এমতাবস্থায়, থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাগুলির স্থায়ীভাবে একাডেমিক সুপারভিশন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের একটি পদ সৃষ্টি করতঃ সেই সৃষ্ট পদে থানা প্রকল্প কর্মকর্তাগণকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া হতাশাগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ আহসান উল্যা চৌধুরী,
থানা অফিস প্রজেক্ট ম্যানেজার,
এফএসএসএপি,
লাখাই, হবিগঞ্জ।